যুগান্তর

তারিখ ০৯ JUL 2010 পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৫

যুগান্তর

রংপুরে আটক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে জড়িতদের চারজন। ডানে ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্রসহ আটক দুই পরীক্ষার্থী। ইনসেটে ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্র ও পরীক্ষার্থীদের পরিচয়পত্র

প্রশ্নপত্র ফাঁস : সরকারি মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা স্থগিত

রংপুরে পরীক্ষার মহড়া চলাকালে আটক ১৬৫

যুগান্তর রিপোর্ট

সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। আজ সারাদেশে এ পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল। রংপুরসহ দেশের উত্তরাঞ্চলে বৃহস্পতিবার পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যায়। এ কারণে শিক্ষা মন্ত্রণালয় পরীক্ষা স্থগিতের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা সুবোধ চন্দ্র ঢালি গতকাল রাত ১০টার দিকে যুগান্তরকে জানান, পরীক্ষার নতুন তারিখ পরবর্তী সময়ে জানানো হবে। দেশের ৩১৭টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নিয়োগের জন্য আয়োজিত এ পরীক্ষায় ১ লাখ ৩২ হাজার প্রার্থী ছিল বলে জানান তিনি। এদিকে যুগান্তরের রংপুর অফিস জানায়, সংঘবদ্ধ একটি চক্র 'পরীক্ষার মহড়া'র নামে প্রশ্নপত্র ফাঁস করে। পরে ওই প্রশ্নে শহর থেকে ২৫ কিলোমিটার দূরে একটি বেসরকারি বিনোদন কেন্দ্রে পরীক্ষার আয়োজন করে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে ৫ দালালসহ ১৬৫ জন পরীক্ষার্থীকে আটক করে। রংপুর পুলিশ সুপার সালেহ মোহাম্মদ তানভীর জানান, গোপন খবরের সূত্রে তারা জানতে পারেন, আজ দেশব্যাপী অনুষ্ঠিতব্য সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়গুলোর সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে। ওই প্রশ্নপত্র নিয়ে একটি দালাল চক্র বৃহস্পতিবার বিকালে রংপুর শহর থেকে প্রায় ২৫ কিলোমিটার দূরে ভিন্নজগত নামের একটি বিনোদন কেন্দ্রে পরীক্ষার্থীদের জড়ো করে ওই পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতিমূলক মহড়ার আয়োজন করেছে। এ জন্য ওই বিনোদন কেন্দ্রে র আবাসিক ৩৭টি রুম ভাড়া করেছে। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে পরীক্ষার্থীদের বুকিং দেয়া হয়। সেখানে গোপনে আসতে বলা হয়। ১৬০ জন পরীক্ষার্থী বৃহস্পতিবার সকাল

ফাঁস : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৭

ফাঁস : প্রশ্নপত্র

(২০ পৃষ্ঠার পর)

৬টার মধ্যেই এই বিনোদন কেন্দ্রে আসেন। তাদের বাড়ি কুষ্টিয়া, কুমিল্লা, খুলনা, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, নরসিংদী, মেহেরপুর, রাজশাহীসহ বৃহত্তর রংপুর-দিনাজপুরের ৮ জেলায়। এই প্রশ্নপত্রের জন্য পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে গড়ে দেড় লাখ টাকা থেকে আড়াই লাখ টাকা পর্যন্ত নেয়া হয়। এভাবে তাদের কাছ থেকে প্রায় ৩ কোটি ২০ লাখ টাকা নেয়া হয়েছে বলে পরীক্ষার্থীরা জানিয়েছেন। সেখানে মূল প্রশ্নপত্র কপি করার জন্য ফটোস্ট্যাট মেশিন নিয়ে আসা হয়েছিল। ১৬০ জন পরীক্ষার্থীর প্রশ্নপত্র ফটোকপি করে নিয়ে সে অনুযায়ী মুখস্থ করে সেখানে পরীক্ষা নেয়া হচ্ছিল। প্রশ্নপত্র যেন বাইরে কারও হাতে না যায় সে জন্য কৌশল হিসেবে প্রশ্নপত্রগুলোর প্রকৃত উত্তর টিকচিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করে পরীক্ষার্থীদের হাতে দিয়ে তা মুখস্থ করানো হয়। এরপর পরীক্ষার্থীদের প্রশ্নপত্র দিয়ে আবারও পরীক্ষা নেয়ার আয়োজন করা হয়। এ সময় পুলিশের একটি বিশেষ টিম ওই বিনোদন কেন্দ্রে র আবাসিক হলে হানা দিয়ে প্রশ্নপত্র, ফটোস্ট্যাট মেশিনসহ ১৬০ পরীক্ষার্থীকে আটক করে। তাদের কাছ থেকে তথ্য পেয়ে প্রশ্নপত্র ফাঁস ও এ ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকেই ৫ জনকে গ্রেফতার করে। এ খবর লেখা পর্যন্ত পুলিশ গ্রেফতারকৃতদের নাম, ঠিকানা সংগ্রহের কাজ করছিল। কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মাহবুব আলী মোল্লা জানান, এই ঘটনার সঙ্গে আরও অনেকে জড়িত রয়েছেন বলে তারা জানতে পেরেছেন। প্রাথমিকভাবে ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকা সন্দেহে ঘটনাস্থল থেকে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের অফিস সহকারী রংপুর শহরের মুন্সিপাড়া এলাকার বাসিন্দা হাবিবুল ইসলাম, নীলফামারী জেলার কিশোরগঞ্জ কলেজের শিক্ষক মাহফুজার রহমান, রংপুর শহরের কেরানীপাড়া এলাকার মোহাম্মদ আজিজুল হকের পুত্র মোহাম্মদ মোস্তফা, শহরের সিও বাজার এলাকার মৃত জাকির হোসেনের পুত্র মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক ও খানে। তার কাছ থেকে ওই প্রশ্নপত্রের জন্য সাড়ে তিন লাখ টাকা নেয়া হয়েছে। অপর পরীক্ষার্থী কুমিল্লা জেলা শহরের বনিকা পাড়ার মেয়ের রফিকুল ইসলামের কন্যা নাসরিন বেগম এই প্রশ্নপত্রের জন্য ২ লাখ টাকা দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন। এসব পরীক্ষার্থীকে নিজ নিজ জেলা থেকে পরীক্ষাকেন্দ্রে আসতে বলা হয়েছিল। ফাঁসকৃত প্রশ্নপত্র নিয়ে পরীক্ষার মহড়া শেষে বিকালেই তাদের নিজ নিজ জেলায় ফিরে যাওয়ার কথা ছিল। গ্রেফতারকৃত ১৬০ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ২৫ জন মহিলা। তাদের সঙ্গে ৮টি শিশুও রয়েছে। এ খবর লেখা পর্যন্ত মামলার প্রস্তুতি চলছিল।

কুষ্টিয়া জেলার ভেড়ামারা উপজেলার আড়কান্দি গ্রামের ফজলুল হকের পুত্র ফিরোজুল হককে আটক করা হয়েছে।

রংপুর পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, আটককৃত প্রশ্নপত্রগুলো প্রকৃতপক্ষে সরকারিভাবে সহকারী শিক্ষক নিয়োগের প্রকৃতপক্ষে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র কিনা? তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য উদ্ধারকৃত প্রশ্নপত্রের কপি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ফ্যাক্সযোগে পাঠানো হয়েছে। এ খবর লেখা পর্যন্ত গ্রেফতারকৃতদের ওই বিনোদন কেন্দ্রেই আটক রাখা হয়েছে। সেখানে মোয়াজ্জেম নামে এক পরীক্ষার্থী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়। ওই পরীক্ষার্থী জানান, তার বাড়ি মেহেরপুর জেলার গোপালনগর